মেহেরপুরে সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রিহানকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। রিহান মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের ডাক্তারপাড়া এলাকার করিম মন্ডলের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানার সহকারি উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রিহানকে গ্রেফতার করেন। তার বিরুদ্ধে মামলা নং জিআর ২৮০/১৫।

গ্রেফতারকৃত রিহানকে আজ বুধবার (৩ মে) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আটক ১২

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ১২ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৭, আদালতের পরোয়ানাভুক্ত জিআর মামলার ১. সিআর মামলায় ৪ জন রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ৭ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৫ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ

করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মধুপুরে গাঁজাসহ মহিলা ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার মধুপুর গ্রামে ১’শ গ্রাম গাঁজাসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩ টায় জামজামি ফাঁড়িপুলিশ তাকে আটক করে। আটকৃত মহিলা মাদকব্যবসায়ী মধুপুর গ্রামের শরৎ আলীর মেয়ে শান্তি বেগম (৫০)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের শরৎ আলীর মেয়ে শান্তি বেগম। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা গাঁজার ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় জামজামি ফাঁড়িপুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। এসময় মাদক বিক্রেতা শান্তিকে বেগমকে আটক করে। আটককৃত মহিলার নিকট থেকে ১’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

দর্শনা রামনগরে থানা পুলিশের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

দর্শনা থানা পুলিশের উদ্যোগে রামনগরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকালে দর্শনা পৌরধীন ৬ নং ওয়ার্ডে ২ নং বিট পুলিশিং এলাকার রামনগর মোড়ের বগ চত্বরে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা পুলিশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ উঠান বৈঠকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার সিনিয়র (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা।

এসময় তিনি মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উঠান বৈঠকে এ আলোচনা করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডলের প্রানবন্ত সঞ্চালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভাধীন ৬ নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি সোলায়মান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।।

দর্শনায় ভ্রাম্যমান আদালতে মাদক ব্যাবসায়ী মুন্নার জেল-জরিমানা

দর্শনায় মাদকসহ আটক মনিরুল ইসলাম মুন্নাকে (২৬) জেল ও জরিমানা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে দর্শনা পৌর এলাকার পাঠানপাড়া রেল কলোনী পাড়া থেকে তাকে মাদক সহ আটক করে।

আটককৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের কারাদন্ড ও অর্থ দন্ড প্রদান করেন। এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

অভিযান সুত্রে জানাযায়, আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস ও চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরীয়ত উল্লাহ এবং পরিদর্শক ভূপতি কুমার বর্মনের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের

অন্যান্য অফিসার ও ফোর্স সাথে নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয় দর্শনা পৌর এলাকায় পাঠানপাড়ার রেলকলোনী পাড়ায়।

এসময় রেল কলোনী পাড়ার কুদ্দুস সিকদারের ছেলে মনিরুল ইসলাম মুন্নার (২৬) নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে তার দেহ তল্লাশি করে ৫০ গ্রাম গাঁজা সহ আটক করা হয়। এরপর আটককৃত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং বিচারক হিসাবে রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস।

মেহেরপুরে ১ কেজি গাঁজাসহ আটক ১

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুরের গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম অভিযান চালিয়ে এক কেজি গাঁজাসহ মোঃ মামুন ওরফে মুন্না হোসেন মন্ডল(১৯) নামের এক যুবককে আটক করেছে।

আটক মোঃ মামুন ওরফে মুন্না হোসেন মন্ডল(১৯) কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (২ মে) বেলা দেড়টার দিকে র্যাব-১২ সিপিসি গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে ধর্মদহ এলাকায় গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ মুন্নাকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার নিকট থেকে মাদক-ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ১টি মোবাইল জব্দ করা হয়।

এঘটনায় দৌলতপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গ্রফতারকৃত আসামীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হত্যা মামলায় একজনের ৮ বছর কারাদন্ড

গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মাংস বিক্রেতা সুমন হত্যা মামলায় ঘাতক আব্দুল আওয়ালকে ৮ বছর কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস।

দন্ডিত আব্দুল আওয়াল গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের খন্দকারপাড়া এলাকার আবুল কাসেম ওরফে খুশি মন্ডলের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (২ মে) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এই রায় প্রদান করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ১৫ জুন বেলা আড়াইটার দিকে নিহত সুমন ব্যবসায়ীক কাজ সেরে বাইসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় আব্দুল আওয়াল তাকে দাঁড়াতে বলেন। দাঁড়ানোর সাথে সাথে তাকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় ও ঘাড়ের উপর দুটি আঘাত করে আওয়াল। এতে গুরুতর আহত হন সুমন। স্থানীয়রা আহত সুমনকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নেন। সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে রেফার্ড করেন।

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার্ড করেন। ঢাকা মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এঘটনায় নিহতের পিতা শমসের আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩৪১/৩০২ ধারায় একটি হত্যা মামলা করেন। যার গাংনী থানার মামলা নং ১২, ১৫/০৬/২০১৫ইং, ধারা ১৪৩/৩৪১/৩২৬/৩০৭/১১৪ দ:বি:। সেসন মামলা (দায়রা) নং ২০০/১৭, জি আর কেস নং ১৮৪ /১৫, মামলার তদন্তকারি অফিসার গাংনী থানার উপপদির্শক (এসআই) মুক্তার আলী দীর্ঘ তদন্ত করার পর আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন। মামলাটি ৩৪১/৩০৪ ধারায় অন্তর্ভুক্তি করা হয়। মামলায় মোট ১৪ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য

প্রদান করেন। এতে আসামি আব্দুল আউয়াল দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় ৩৪১ ধারায় আব্দুল আওয়াল কে এক মাসের কারাদন্ডাদেশ দেওয়া হয়। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম কৌশলী ছিলেন।

তবে, মামলার রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে মামলার বাদী আবুল কাশেম বলেন, এই রায় আমি মানিনা। রায়ের বিরুদ্ধে আমি উচ্ছ আদালতে অ্যাপিল করবো। দিনে দুপুরে আমার ছেলে সবার সামনে হাতুড়ি পেটা করে হত্যা করলো। সবাই স্বাক্ষী দিলো। অথচ, এই চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলায় মাত্র ৮ বছরের কারাদন্ড দিলো। এই রায় আমি মানতে পারছিনা।

আসামি পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম বলেন, এই রায়ের মধ্য দিয়ে আদালত ন্যায় বিচার করেছে। আমরা রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করছি।

মেহেরপুরে ২ আসামি গ্রেফতার করেছে পুলিশ

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে দুই আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে মাদক মামলার ১ ও হত্যা মামলার ১ আসামি।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে গ্রেফতার ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে হত্যা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মিনারুল ইসলাম(২৮) নামের এক মাদক পাচারকারিকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ রবিবার (৩০ এপ্রিল) বেলা ১১ টার সময় গাংনী শহরের টহল পুলিশ তাকে আটক করে। আটক কৃত মিনারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বুদু বিশ্বাসের ছেলে।

গাংনী থানার টহল পুলিশের এসআই আবুল কালাম আজাদ জানান, এক যুবক গাঁজা গ্রাম থেকে গাঁজা নিয়ে শহরে বিক্রি করতে আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বাজারের মেসার্স নাইম ট্রেডার্স নামক একটি দোকানের সামনে গেলে মিনারুল পুলিশ দেখে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। আমরা তাকে আটক করে দেহ তল্লাশী করি। তার কোমরে বাধা অবস্থায় একটি পলেথিন প্যাকেটে মোড়ানো ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, হেমায়েতপুরের মিনারুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গাঁজাসিহ আটক করা হয়েছে। মাদক মালায় তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেহেরপুরের রাইপুরে প্রবাসফেরত শফিকুল হত্যার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সৌদি প্রবাসী শরিফুল ইসলাম হত্যা মামলার প্রধান আসামি এনামুল হক

খোকন (৪০) কে হত্যার ৮ দিন পর চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাতে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) ও সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে সদর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার করে। আটক এনামুল হক খোকন সদর উপজেলার রায়পুর গ্রামের আকছেদ আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার নিকট থেকে হত্যায় ব্যবহৃত দেশিও অস্ত্র হাসুয়া উদ্ধার করা হয়। তিনি আরো জানান, আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হবে। এই হত্যাকান্ডের ঘটনা তদন্ত চলমান রয়েছে আরও কেউ জড়িত থাকলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত ২০ শে এপ্রিল বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর হাতিকাটা মোড়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে এনামুলসহ কয়েকজন মিলে হাসুয়া দিয়ে শরিফুল ইসলাম কে কুপিয়ে আহত করে। এসময় স্থানীয়রা তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে চিকিৎসাধিন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহত শরিফুলের চাচা আমদহ ইউনিয়নের সাবেক সদস্য কাবুল আলী বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।